[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কামাল বলেন, ওই ঘটনায় এনামুল হকের ভাই বিএম তারিকুজ্জামান গেল ০১/০১/২৪ তারিখে মামলা দায়ের করেন। এরপর মামলাটি এজাহার হিসেবে নিতে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনর্চাজকে নির্দেশ দেন আদালত।

তিনি বলেন ওই মামলাটি থানায় এজাহার হওয়ার পর তা গেল ১৬/১০/২৪ তারিখে আদেশ পান তদন্তের। তাঁর ধারাবাহিকতায় তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের পর মামলা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে বলেন ওই কর্মকর্তা।

চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সাবেক এমপি টগরের নামে করা হত্যা মামলার তদন্ত শুরু

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাবেক এমপি আলী আজগার টগর, দামুড়হুদা মডেল থানার সাবেক ওসি সুকুমারসহ ১৫ জনের নামে দায়ের করা হত্যা মামলার তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে ঝিনাইদহ (পিবিআই) পুলিশ।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ঝিনাইদহের (পিবিআই) এসআই ইসমাইল হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে এএসআই মতিয়ার রহমানকে সাথে নিয়ে ঘটনাস্থল (দামুড়হুদার জয়রামপুর কাঁঠালতলার অদুরে আনার মিয়ার বাঁশবাগান) পরিদর্শন করেন।

মামলার বাদী রোকনের পিতা আবু বকর সিদ্দিকসহ স্থানীয় লোকজন এ সময় উপস্থিত ছিলেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ইসমাইল হোসেন বলেন, মামলার তদন্ত কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ন্যায় বিচারের স্বার্থে সত্য উম্মোচন করার লক্ষে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করা হলো। চুল-চেরা বিশ্লেষনসহ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হবে বলেও বাদীকে আশ্বাস করেন তিনি।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে একটি মারামারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাবেক এমপি আলী আজগার টগরের ক্যাডার বাহিনীর

এ মামলার অপর আসামীরা হলেন দামুড়হুদা মডেল থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুকুমার বিশ্বাস, সাবেক ওসি (তদন্ত) কেএম জাহাঙ্গীর, সাবেক এসআই তপন কুমার নন্দী, সাবেক এসআই শেখ রফিকুল ইসলাম, কনস্টেবল দিপু গাঙ্গুলী, খালিদ মাসুদ, নজরুল ইসলাম, শফিউর রহমান, ফিরোজ ইকবাল, দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের হুজুর আলীর ছেলে মাসুম, একই গ্রামের মৃত আইজাল মল্লিকের ছেলে আলীহিম, আলী মিয়ার ছেলে সুমন, আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রাজিব ও সজল।

দামুড়হুদা আমলী আদালত-২ এর বিচারক মোঃ. মোস্তফা কামাল মামলাটি আমলে নিয়ে ঝিনাইদহ পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেন। মামলা নং- ৫৬৮/২০২৪, তারিখ-০৩/১০-২০২৪।

গাংনীতে অধ্যক্ষর পদত্যাগ সংক্রান্ত তদন্ত শুরু, স্থানীয়দের তোপের মুখে এসিল্যন্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত কমিটির কাজ শুরু করেছেন।

আজ মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তদন্ত দলের প্রধান গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি), সদস্য গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও একাডেমিক সুপারভাইজার তদন্ত করতে যান। এ সময় অন্তত ১৫ জন শিক্ষকের পৃথক পৃথক বক্তব্য নেন তদন্ত কর্মকর্তা।

তদন্তকালে বিএনপি নেতা সাহেব আলী সেন্টু ও সহকারী শিক্ষক রহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে স্থানীয় বেশ কিছু লোকজন স্কুল এন্ড কলেজ-প্রাঙ্গণে জড়ো হয়।

এসময় সহকারী কমিশনার সহ তদন্তকারী কর্মকর্তারা বিএনপি

নেতাকর্মীদের সাথে কথা না বলে চলে যাওয়ার সময় বিএনপি নেতা সাহেব আলী সেন্টুসহ নেতাকর্মীদের তোপের মুখে পড়েন তদন্ত দলের সদস্যরা।

পরে স্থানীয়রা হট্টগোগল শুরু করলে সহকারি কমিশনার ভুমি বেশ কয়েকজনের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করেন এবং এ বিষয়ে স্থানীয় ও শিক্ষার্থী অভিভাবকদের সাথে পুনরায় কথা বলা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

এসময় সহকারি কমিশনার ভূমি সাদ্দাম হোসেন সাংবাদিকদের জানান, কেবলমাত্র তদন্ত শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকদিন তদন্ত নিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা তদন্ত করে সঠিক বিষয়টি নির্বাহী অফিসারের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য সাবেক প্রধান শিক্ষক সুন্নত আলী পদত্যাগ করেছেন মর্মে তৎকালীন স্কুল এন্ড কলেজ পরিচালনা পর্ষদ দাবি করেন। প্রধান শিক্ষকের পথ ফিরে পেতে সুন্নত আলী আদালতে মামলা করেছেন। মামলাটি চলমান রয়েছে।